56

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগ ও আন্তরিকতা চাই

দেশে প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতির আরো একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে চাঁদপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনটিতে বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হইতেছে এবং ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়িতেছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিশুদের অনুপ্রাণিত করা হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহাদের স্কুলের শিক্ষা জীবনে ধরিয়া রাখা যাইতেছে না। এ সম্পর্কিত একটি হিসাবে জানা যায়, স্কুলে ভর্তি হইয়াও ৩৩ হাজার ৩ শত ৯৪ জন শিশু স্কুলে যায় না। চাঁদপুর জেলায় এ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী ৬ হইতে ১০ বছর বয়সী বালক-বালিকার সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৭৫ হাজার ২ শত ২০ জন। উপরন্তু ১১ হইতে ১৪ বছর বয়সী আরো ২৩ হাজার ৫ শত ৯৩ জন কিশোর-কিশোরীও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। গত মে মাসে পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ড্রপ আউটের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮ দশমিক ৯০ ভাগ। এই হিসাব অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ত্যাগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩ হাজার ৩ শত ৯৪ জন। সংবাদটিতে বলা হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা আরো বেশী এবং ড্রপ আউটের হারও শতকরা ২০ ভাগের কম হইবে না।

বলা বাহুল্য, এই অবস্থা কেবল চাঁদপুর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। সারাদেশেই প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা কম-বেশী এই রকমই। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষা প্রসারের নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হইতেছে সত্য। ইহার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের শিশুদের স্কুলমুখী করিয়া তোলা, বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহসহ নানা ধরনের কার্যক্রম রহিয়াছে। কিন্তু এসব কিছুর পরও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি লাভ করা গিয়াছে এমন বলা কঠিন। বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সামগ্রিক চিত্র এখনো হতাশাব্যঞ্জক। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এতো কিছুর পরও প্রাথমিক শিক্ষা সেই দৈন্যদশার মধ্যেই রহিয়াছে—শিক্ষক স্বল্পতা, জীর্ণ স্কুল ভবন, আসবাবপত্রের অভাবসহ নানা সমস্যা এখনো প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিকে যে ব্যাহত করিতেছে তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

আমাদের লক্ষ্য শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসার। শিক্ষার বিকাশ ও উন্নতির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে বলিয়াও শোনা যায়। মনে হয় এক্ষেত্রে কিছু কিছু লক্ষ্যমাত্রাও স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হইতেছে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের বিভিন্ন কার্যক্রম সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষায় ড্রপ আউটসহ নানা সমস্যা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে সাবিক দারিদ্র্যাবস্থা ও অর্থনৈতিক সংকটও কম দায়ী নয়। সুতরাং শিক্ষার প্রসার ঘটাইতে হইলে গ্রামীণ অর্থনীতির এই সংকটও দূর করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলের বহু লোক এখনো শিক্ষার চাইতে ছেলে-মেয়েদের উপার্জনের জন্য কোন না কোন কাজে লাগাইয়া দেওয়াই অধিক লাভজনক মনে করে। এরূপ মনে হওয়ার কারণ দারিদ্র্য ও দুরবস্থা। তাই দারিদ্র্যও এক্ষেত্রে যে কম বড় বাধা নয় তাহাও আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি এনজি'ও পরিচালিত 'অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা' কর্মসূচীর কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। শোচনীয় দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়ে এবং স্কুলে বাদ হইয়া পড়া 'ড্রপআউট'দের লইয়া এই কর্মসূচী। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে এই কর্মসূচী চলিতেছে যথেষ্ট সাফল্যের মধ্য দিয়া। ধীরক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্সসূচীও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে দিয়া দেওয়াই শ্রেয় কিনা তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।